দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 OCT 2007
পৃ: ৩ কলাম ৪

ঢাবির ভুয়া শিক্ষার্থী সনাক্তকরণ কার্যক্রম থেমে গেছে

শাহ্জাহান ভুঞ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া শিক্ষার্থী সনাক্তকরণের কার্যক্রম থমকে গেছে। ভুয়া ভর্তি চিহ্নিতকরণের জন্য গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির দুই সদস্য কারাবন্দী থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটগুলোর পরিচালকরা এ কার্যক্রমে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, গত বছরের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর কর্তৃপক্ষ প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করতে কমিটির পরিধি বৃদ্ধি করে ১১ সদস্যে রূপ দেয়া হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশীদ, কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সদরুল আমিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম, ফার্মেসী অনুষদের ডিন প্রফেসর আবদুর রশীদ, প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম, প্রফেসর ফরিদউদ্দীন আহমেদ, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. রহমত উল্লাহ, সহকারী প্রক্টর ছিদ্দিকুর রহমান খান ও উপ-রেজিস্ট্রার মনিরুজ্জামান। এদের মধ্যে প্রফেসর সদরুল আমিন ও প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে বর্তমানে জেলে রয়েছেন। দু'সদস্যের অনুপস্থিতিতে তথ্যানুসন্ধান কমিটির কোন সভা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে কর্তৃপক্ষ দুই অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিনদের কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানা গেছে। তথ্যানুসন্ধান কমিটি দীর্ঘ ১০ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে ১৮২ জন শিক্ষার্থীকে ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৬৭ জনের ছাত্রত্ব সিন্ডিকেটে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়। যাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৮৯ জন, লোক প্রশাসন বিভাগে ৪৬ জন, অর্থনীতি বিভাগে ২৪ জন, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ১ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ জন, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিভাগে ১ জন এবং রসায়নের ১ জন রয়েছে। এছাড়াও ১৫ শিক্ষার্থীকে শোকজ করেছে কমিটি। ভুয়া ভর্তির কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫ কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

প্রায় দীর্ঘ দুই মাস তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ বন্ধ রয়েছে। ভুয়া ভর্তির মূল সিন্ডিকেটকে এখনো সনাক্ত করতে পারেনি কমিটি। এদিকে কমিটির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ভুয়া শিক্ষার্থীরা নানাভাবে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টার করছে। ইতোমধ্যে ৭ জন শিক্ষার্থী হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে ভুয়া ভর্তি চিহ্নিতকরণের কাজে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে কমিটির এক সদস্য জানান। এছাড়াও কমিটির কয়েকজন সদস্যের অসহযোগিতায় তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ ঝিমিয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কমিটির আহবায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, কিছু বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাগজপত্রে গরমিল পাওয়া গেছে। তথ্য সংগ্রহ শেষ হলে তারপর কমিটির পরবর্তী সভা ডাকা হবে।